গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,সিলেট জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

সিলেট জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মান ও ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সরকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।
বিভিন্ন প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ অনুযায়ী সিলেট জেলার পল্লী ও শহর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, সিলেট বিভাগ জনগনকে সেবা প্রদান করে চলেছে। সিলেট জেলার বিভিন্ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন কল্পে বর্তমানে এ বিভাগ কাজ করে চলেছে। তাছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বন্যা ও বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দুর্গতদের দুর্দশা লাঘবে এই বিভাগ কাজ করে। এছাড়াও প্রতি বছর মার্চ মাসে বিশ্ব পানি দিবস এবং অক্টোবর মাসে স্যানিটেশন মাস উদযাপনের মাধ্যমে জেলাবাসীকে উন্নত স্যানিটেশন ও সু-স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বিগত ৩ (তিন) বছরে সিলেট জেলার পল্লী অঞ্চলে ১২১০০টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস স্থাপন এবং ২৫টি কমিউনিটি টয়লেট, ৭টি পাবলিক টয়লেট, ৭১০টি টু-ইন পিট ল্যাট্রিণ নির্মাণ, ২০০ টি ইমপ্রুভড ল্যাট্রিণ নির্মাণ এবং ২৮টি পুকুর পুন: খনন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে পৌর এলাকায় ৫টি উৎপাদক নলকূপ ও ৪৫ কি: মি: পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে, ৫ কি.মি পৌর ড্রেইণ নির্মাণ এবং ২ টি ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ৩ টি ভূপৃষ্ঠস্থ মিনি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে ১৩ হাজার টি পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

সিলেট জেলার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল জেলাটির ভূ-গর্ভস্থ মাটির বিভিন্নতা যেমন: মাটির শক্ত লেয়ার, পাথুরে স্তর ইত্যাদি। যার কারনে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এছাড়া আয়রন ও আর্সেনিকের প্রতিবন্ধকতা তো আছেই। বিভিন্ন উপজেলায়তে হাওর এবং পাহাড়ী এলাকা থাকায় তার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ জেলায় প্রায় প্রতি বছরই পাহাড়ী ঢলে বন্যা বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। পর্যাপ্ত জরুরী তহবিল এর অভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার নিশ্চিতকরনে ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অছাড়া ক্রমেই ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যাওয়ায় সুপেয় পানির স্তর না পাওয়ায় মাত্রারিক্ত আয়রন ও আর্সেনিক, হাওর ও পাহাড়ী এলাকা ইত্যাদির কারনে পানির উৎস স্থাপন করা এই অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ। সিলেট জেলার অনেক এলাকার ভূপর্ভস্থ পনিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন বিদ্যামান। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে যেমন ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, দেশের প্রতিটি ইউনিয়েনে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন এবং জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট" এর লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমতা ও পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগে নির্মূল করা এবং নারী ও ঝুকিপূর্ন পরিস্থিতিতে বিদ্যমান জনগোষ্ঠির স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় উপর বিশেষ গুরুত্বরুপ করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

পানি সরবরাহ:

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস স্থাপন -- ৬৫০০ টি
- ওভার হেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ-২টি
- পাইপ লাইন স্থাপন- ২৫ কিঃমিঃ
- পল্লী এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন- ৭০ টি
- প্রবাহমান পানি সরবরাহ সহ হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ- ২৭ টি
- ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার-১ টি
- পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা-৭০০০ টি

স্যানিটেশন :

- পল্লী এলাকায় ইমপ্রুভড টয়লেট নির্মাণ-১৫০ টি
- পৌর এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ- ৬টি
- কমিউনাল বিন-১৮ টি
- কমিউনিটি ক্লিনিকে নতুন স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধাদি নির্মাণ-১৮ টি
- পানির উৎস স্থাপনসহ কমিউনিটি ক্লিনিকের টয়লেটের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ-৩০ টি